বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১৪টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

(১৪টি প্রতিষ্ঠান)

অর্থ বছর ঃ ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার সংক্ষেপ	২
৫	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩-৪
৬	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৫-১৫

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট)এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.....বঃ
তারিখঃ_____
.....খ্রিঃ

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব
বাংলাদেশ।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৪ (চৌদ্দ) টি প্রতিষ্ঠানের ২০০৩-০৪ হতে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত বিভিন্ন অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট করা হয়েছে। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববতী সময়ের সমগ্র লেনদেনের যে ক্ষুদ্র অংশ নিরীক্ষা করা হয়েছে তারই প্রতিফলন মাত্র। এ রিপোর্টের আপত্তি ও মন্তব্য উদাহরণমূলক এবং তা কোন মতেই উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক শৃংখলার মান সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। রিপোর্টটি দুই খন্ডে প্রণীত হয়েছে। প্রথম খন্ডের প্রথম অধ্যায়ে ম্যানেজমেন্ট ইস্যু এবং অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মগুলো পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানগুলোর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে। অনিয়মসমূহ দূরীকরণের জন্য অবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

তারিখঃ.....খ্রিঃ, ঢাকা।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৬,৩০,৪২,৩৮৭
২	ট্যাংকার ভাড়া বৃদ্ধি পিছনের তারিখ হতে কার্যকর করে বর্ধিত ভাড়ার বকেয়া প্রদান করায় ক্ষতি	৪৪,৬২,১৭৯
৩	জনাব মোহাম্মদ আলী, এস ও কর্তৃক পিএসআই জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত জ্বালানী তৈল সরবরাহ করায় ক্ষতি।	২৩,০৫,০২৩
৪	পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও পরিচালক (অপাঃ) কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জ্বালানী ও ড্রাইভারের বেতন ভাতা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২১,৯৮,৫০৩
৫	মেডিক্যাল স্টোরের ঔষধ ঘাটতি/ আত্মসাৎ হওয়ার দরুণ আর্থিক ক্ষতি।	৭,৫০,৫৬৯
৬	চট্রগ্রাম থেকে দৌলতপুর তেল ডিপোতে তেল পরিবহনকালে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি	২০,২৯,৩৬৮
৭	গ্যাস বিক্রয়ের খাতওয়ারী বিভাজন সঠিকভাবে না করায় বিক্রয়মূল্যে জিওবি এর মার্জিন বাবদ দুই বছরে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৯৯,০৪,৩১,৫৫৩
৮	গ্যাস বিতরণে '' সিস্টেম লস '' এর নামে দু' বছরে ক্ষতি	৬৪০,৩৩,০১,০৩১
	সর্বমোট =	৭৫৬,৮৫,২০,৬১৩

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বছরঃ

- ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৭-০৮ পর্যন্ত

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ

- যমুনা অয়েল কোং লিঃ, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, ষ্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম ।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,দৌলতপুর, খুলনা।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,বরিশাল।
- পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,ঝালকাঠি বার্জ ডিপো,ঝালকাঠি।
- ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ,চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোং লিঃ, বি-বাড়িয়া।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাক্টশন কোম্পানী লিঃ,ঢাকা।
- গ্যাস ট্রান্সমিশন, কোম্পানী লিঃ, ইস্কাটন, ঢাকা।
- রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, খিলক্ষেত, ঢাকা।
- সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট।
- জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম লিঃ, সিলেট।
- মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, দৌলতপুর,খুলনা।
- তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ঢাকা।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ

- কমপ্লায়েন্স অডিট

নিরীক্ষার সময় ঃ

উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নলিখিত সময় অডিট করা হয় ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	সময়কাল
১	যমুনা অয়েল কোং লিঃ, আগ্রাবাদ,চট্টগ্রাম।	১১/১০/০৭ খ্রিঃ হতে ০৩/০১/০৮ খ্রিঃ
২	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ, ষ্ট্যান্ড রোড, চট্টগ্রাম ।	১৬/১০/০৭ খ্রিঃ হতে ১৪/০১/০৮ খ্রিঃ
৩	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,দৌলতপুর, খুলনা।	৩১/১০/০৭ খ্রিঃ হতে ১৪/১১/০৭ খ্রিঃ
৪	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,বরিশাল।	১১/১১/০৭ খ্রিঃ হতে ১০/১২/০৭ খ্রিঃ
৫	পদ্মা অয়েল কোং লিঃ,ঝালকাঠি বার্জ ডিপো,ঝালকাঠি।	৮/১১/০৭ খ্রিঃ হতে ২১/১১/০৭ খ্রিঃ
৬	ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ,চট্টগ্রাম।	২২/৩/০৭ খ্রিঃ হতে ২১/৫/০৭ খ্রিঃ
৭	বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোং লিঃ, বি-বাড়িয়া।	২২/১১/০৬ খ্রিঃ হতে ১৫/৫/০৭ খ্রিঃ
৮	বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাক্টশন কোম্পানী লিঃ,ঢাকা।	০৩/০২/০৮ খ্রিঃ হতে ২৬/০৬/০৮ খ্রিঃ
৯	গ্যাস ট্রান্সমিশন, কোম্পানী লিঃ, ইস্কাটন, ঢাকা।	১২/০৫/০৮ খ্রিঃ হতে ১০/০৭/০৮ খ্রিঃ
১০	রুপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, খিলক্ষেত, ঢাকা।	১৭/০৩/০৮ খ্রিঃ হতে ২৯/০৪/০৮ খ্রিঃ
১১	সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ, চিকনাগুল, সিলেট।	০১/০১/০৮ খ্রিঃ হতে ০২/০৩/০৮ খ্রিঃ

১২	জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন সিষ্টেম লিঃ, সিলেট।	০১/০১/০৮ খ্রিঃ হতে ০৪/০৩/০৮ খ্রিঃ
১৩	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, দৌলতপুর,খুলনা।	২৮/১১/০৭ খ্রিঃ হতে ১১/১২/০৭ খ্রিঃ
১৪	তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ ঢাকা।	২৫/০১/০৭ খ্রিঃ হতে ১১/০৬/০৭খ্রিঃ

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারিকৃত আদেশ/নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা প্রতিপালন না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান এবং সরকার ও কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত আদেশ/নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।
- প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ব্যয় সীমিত রাখা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ - ১।
শিরোনাম ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি ১৬,৩০,৪২,৭৮২/- টাকা।

বিবরণ ঃ

যমুনা অয়েল কোং লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; পদ্মা অয়েল কোং লিঃ ষ্টান্ডরোড,চট্টগ্রাম; ষ্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোং লিঃ পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম; বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড লিঃ, বি-বাড়ীয়া; বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোং লিঃ, ঢাকা; সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ চিকনাগুল, সিলেট; গ্যাস ট্রান্সমিশন কোং লিঃ ইস্কাটন, ঢাকা এবং জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিঃ সিলেট ২২-৩-২০০৭ থেকে ১০-৭-২০০৮ সময়কালের মধ্যে নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে প্রাপ্যতা বহির্ভূত বিভিন্ন ভাতাদি প্রদান করা হয়েছে। উক্ত ভাতাদি ও আর্থিক সুবিধাদি প্রদানে প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়নি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়া হয়নি।
- প্রতিষ্ঠানসমূহ ছুটি নগদায়নে মূল বেতনের সাথে ৭৫% বাড়ী ভাড়া ভাতা, বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যোগ করে অবসর সুবিধা, প্রতিষ্ঠানের বাসায় সরবরাহকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের নিকট থেকে মূল বেতনের ৭.৫% এবং ৫% বাড়ীভাড়া কর্তন না করা, বিধি বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি প্রদান করে বেতন ভাতা, কর্মকর্তাগণকে ধোলাইভাতা ও পোষাক পরিচ্ছদ বাবদ নগদ অর্থ এবং ফুয়েল ভাতা, ইউটিলিটি ভাতা, ডিপো ভাতা, প্রাপ্যতা বহির্ভূত যাতায়াত ভাতা, শিক্ষা ভাতা, অতিরিক্ত বোনাস ও বাড়ি ভাড়া ভাতা, মধ্যাহ্নভোজ ভাতা, এক্সগ্রোসিয়া ভাতা, ছুটি ভোগ সহায়তা ভাতা, হার্ডশীপ ভাতা, মাঠ ভাতা, গ্যাস/ জ্বালানী ভাতা, দৈনিক ৩৫% হারে টিফিন ভাতা ইত্যাদি প্রদান করায় বর্ণিত আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ক" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যমুনা ও পদ্মা অয়েল কোম্পানী জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান নয়। তাই জ্বালানী মন্ত্রণালয় ও বিপিসি'র নির্দেশ মোতাবেক তেল কোম্পানীসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেল বহির্ভূত ভাতা ও প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া কোম্পানীর পূর্বসূরী শেল কোম্পানীর আমল হতে কিছু কিছু সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে ।
- কোম্পানী আইন অনুযায়ী পরিচালনা বোর্ড যে কোন আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী। কোম্পানী আইনের আলোকে ও বোর্ড সভার অনুমোদনক্রমে বিভিন্ন প্রান্তিক সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভাতাদি খাতে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।
- প্রান্তিক সুবিধাদি সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নিরীক্ষা আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভায় সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আপত্তি সুরাহা করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাব প্রচলিত আর্থিক বিধি বিধানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণকৃত না হলেও এবং কোম্পানী আইনে পরিচালিত হলেও এগুলোর সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। তাই এ সকল প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে কোন বিশেষ সুবিধাদি প্রদান করতে হলে অর্থ মন্ত্রনালয়ের পূর্বানুমোদন নেয়া প্রয়োজন। তাছাড়া ৫ম জাতীয় সংসদের পিএ কমিটির সিদ্ধান্তড় মোতাবেক সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত পে- কমিশন/মঞ্জুরী বোর্ডের সুপারিশ বহির্ভূত কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুযোগ নেই এবং জাতীয় বেতন স্কেলের বাইরে যে কোন আর্থিক সুবিধা প্রদানে ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন থাকা প্রয়োজন। বিষয়টিতে সপ্তম সংসদের সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিরও অভিন্ন সিদ্ধান্ত রয়েছে।
- অনিয়মসমূহের ব্যাপারে সিএজি অফিসের নির্দেশনা মোতাবেক সকল আনুষ্ঠানিকতা যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হলে শুধুমাত্র দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে যে, পিএ কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে মন্ত্রণালয় থেকে নিস্পত্তিমূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ (ভাতা ও আর্থিক সুবিধা) গ্রহণকারী ব্যক্তিগণের নিকট হতে আদায় এবং প্রাপ্যতা বহির্ভূত ভাতাদি প্রদান বন্ধ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-২।

শিরোনাম ঃ ট্যাংকার ভাড়া বৃদ্ধি পিছনের তারিখ হতে কার্যকর করে বর্ধিত ভাড়ার বকেয়া প্রদান করায় ক্ষতি ৪৪,৬২,১৭৯ টাকা।

বিবরণঃ

যমুনা অয়েল কোং লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১১/১০/০৭ খ্রিঃ হতে ০৩/০১/০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ট্যাংকার ভাড়া পরিশোধ রেজিস্টার ও চেক ভাউচারসমূহ যাচাইকালে দেখা যায় যে,

- বিভিন্ন তেল ট্যাংকারের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হারে জ্বালানী তৈল পরিবহনের জন্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে। কিন্তু চুক্তিকালীন সময়ে কর্তৃপক্ষ জ্বালানী তেল পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি করে তা পিছনের তারিখ হতে কার্যকর দেখিয়ে বর্ধিত ভাড়ার বকেয়া পরিশোধ করায় উল্লিখিত ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "খ" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ট্যাংকারের ভাড়া যে তারিখ থেকে বর্ধিত করা হয় সে তারিখ থেকে ট্যাংকারের বিল পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ যে তারিখে ভাড়া বৃদ্ধির আদেশ জারি করা হয় সে তারিখ থেকে ভাড়া বৃদ্ধি না করে পিছনের তারিখ হতে কার্যকর করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৯-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবরে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০১/০৯/০৮ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- ট্যাংকার মালিক অথবা নির্দেশ জারি/বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৩।

শিরোনাম ঃ জনাব মোহাম্মদ আলী(এসও) কর্তৃক পিএসআই জালিয়াতির মাধ্যমে প্রকৃত মূল্য প্রাপ্তি অপেক্ষা অতিরিক্ত ২৩,০৫,০২৩ টাকা মূল্যের জ্বালানী তৈল সরবরাহ করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

যমুনা অয়েল কোং লিঃ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম এর ২০০৫-০৬ ও ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ১১/১০/০৭ খ্রিঃ হতে ০৩/০১/০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ডিপো নথি ও ব্যক্তিগত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- জনাব মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র অপারেশন অফিসার (ডিপো) চিলমারী বার্জ ডিপোতে কর্মরত থাকাকালীন মেসার্স জামসিদুর ইসলাম, জোরগাছ, কুড়িগ্রামকে জ্বালানী তেল সরবরাহকালে পিএসআই জালিয়াতির মাধ্যমে তেলের মূল্য আত্মসাৎ করেন যা নিম্নরূপ ঃ-

পিএসআই নং ও তারিখ	উল্লিখিত টাকা	ব্যাংকে জমা	আত্মসাৎকৃত অর্থ
১	২	৩	৪
১৬৬৯৩৬ তাং ২৩-৩-০৬	৭,৯৩,৬৯৩	৬৯৬/-	৭,৯৩,০০০/-
১৬৬৯৪৬ তাং ২৫-৭-০৬	৫,৭৫,৬৪০	৪৭৯৭/-	৫,৭০,৮৪৩/-
১৬৬৯৫৩ তাং ২০-৮-০৬	৮,২১,৩২৮	৮৮০/-	৮,২০,৪৪৮/-
১৬৬৯৫৮ তাং ৩-৯-০৬	১,২১,৬৫২	৯২০/-	১,২০,৭৩২/-
মোট টাকা	২৩,১২,৩১৬	৭২৯৩/-	২৩,০৫,০২৩/-

- অর্থাৎ পিএস আই এ উল্লিখিত টাকার চেয়ে ব্যাংকে প্রকৃত জমা খুবই নগন্য। পিএসআইসমূহ জমা দিয়ে তেল বিক্রয়ের সময় ডিপো ইনচার্জ তৎক্ষণাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে পিএসআইতে উল্লিখিত টাকার পরিমাণের সঠিকতা যাচাই করা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তা না করে পার্টির সাথে যোগসাজশে জালিয়াতির মাধ্যমে উল্লিখিত অর্থের ক্ষতি সাধন করেছেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৯-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবরে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ০১/০৯/০৮ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৯/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- জড়িত ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৪।

শিরোনাম ঃ পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও পরিচালক (অপাঃ) কর্তৃক ব্যবহৃত গাড়ীর জ্বালানী ও ড্রাইভারের বেতন ভাতা বিধি বহির্ভূতভাবে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি ২১,৯৮,৫০৩ টাকা।

বিবরণ ঃ

বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ড কোং লিঃ, বি-বাড়ীয়া এর ২০০৩-০৪ থেকে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২/১১/০৬ খ্রিঃ হতে ১৫/৫/০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে গাড়ীর লগবুক, জ্বালানী খরচের ব্যাংক ভাউচার ও জেনারেল লেজার নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে,

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১৭-৮-০৪ ও ৮-৯-০৫ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-অম/অবি/বাস্ত-১/বাজেট(৩১)/২০০৪/২৬৩৬ ও ১৮৮০ এবং প্রধানমনন্ত্রীর কার্যালয়ের ৪-১২-০৪ খ্রিঃ তারিখের স্মারকে অনুন্নয়ন ব্যয় সংকোচন ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের লক্ষ্যে যানবাহনের জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে সর্বোচ্চ মিতব্যয়িতা অবলম্বন করার জন্য বলা হলেও তা সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অমান্য করে কোম্পানীর ২১,৯৮,৫০৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- পেট্রোবাংলা থেকে সকল সুবিধা ভোগ করার পরও সরকারি যানবাহন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বিধি-৮৬ লংঘন করে পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও পরিচালক কর্তৃক প্রাপ্যতার অতিরিক্ত গাড়ী ও গাড়ীর জ্বালানী ব্যবহার করে কোম্পানীর বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "গ" এ দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- কোম্পানীর জরুরী কাজসমূহ সম্পাদন ও গ্যাস তদারকি করার জন্য পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান ও পরিচালক (অপাঃ) কর্তৃক নিরীক্ষায় বর্ণিত গাড়ীসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিধি লংঘন করার জন্য দায়িত্ব নির্ধারণ করা দরকার।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে ১৫/০১/০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবরে পত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৩/৩/০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রাপ্ত জবাবে জানা যায় যে, ১৯৯৮-৯৯ সালে অনুরুপ আপত্তি নিষ্পতি করা হয়েছে। জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১/৯/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৫।
শিরোনাম ঃ মেডিক্যাল ষ্টোরের ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ হওয়ার দরুন ৭,৫০,৫৬৯/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ, (বাপেক্স), মালিবাগ, ঢাকা এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২২/১১/০৬ খ্রিঃ হতে ১৫/৫/০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে কোম্পানীর ঢাকাস্থ মেডিক্যাল ষ্টোরের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- মেডিক্যাল ষ্টোরের ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ হওয়ায় কোম্পানীর ৭,৫০,৫৬৯/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- মেডিক্যাল ষ্টোরে জানুয়ারি, ২০০৭ হতে জুলাই, ০৭ পর্যন্ত ৭ মাসে ১,১৯,৩৬১ টাকার ঔষধ ঘাটতি/ আত্মসাৎ হয়েছে। উক্ত ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ বিষয়ে সংস্থার সূত্র নং- ১১৪.৩০.২৮ (অংশ)/৬২৮ তারিখ ২৮-০২-০৮ খ্রিঃ এর মাধ্যমে গঠিত তদন্ত কমিটি ০১-০১-২০০২ হতে ৩১-১২-২০০৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ক্রয়কৃত ঔষধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী বিতরণকৃত ঔষধ এবং ৩১ শে ডিসেম্বর,২০০৩ তারিখে সমাপনী মজুদ (ঔষধ) নির্ণয়পূর্বক ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ এর পরিমাণ ৬,৩১,২০৮ টাকা নিরূপণ করেছে।
- উল্লেখ্য যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জানুয়ারি,২০০৭ হতে জুলাই, ২০০৭ পর্যন্ত সময়ে ১,১৯,৩৬১ টাকার ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ করার জন্য দুইজন অফিস সহকারী সর্বজনাব আলী আহম্মদ সরকার ও সৈয়দ হাবিবুল হোসেনকে চাকুরী হতে সাময়িকভাব বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি,০২ হতে ডিসেম্বর,০৩ পর্যন্ত সময়ে ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ জনিত ক্ষতি ৬,৩১,২০৮ টাকার জন্য অদ্যাবধি কাউকে দায়ী/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- উল্লিখিত বিষয়ে তদন্ত কমিটি কর্তৃক ঔষধ মজুদে ঘাটতি/গরমিল থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। উক্ত ঘাটতির ব্যাপারে পরবর্তীতে আর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তাঁদের প্রতিবেদনে ঘাটতির পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। যথাযথ প্রক্রিয়া সমাপনান্তে সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ইতোমধ্যে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ঔষধ ঘাটতি/আত্মসাৎ এর জন্য প্রয়োজনীয় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত ছিল।
- উক্ত ক্ষতির বিষয়ে ৩১-৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের ১৯-১০-০৮ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত জবাবে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আত্মসাৎকৃত ঔষধের মূল্য আদায় করার জন্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেয়া হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক টাকা আদায় করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব না দেওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে ঘাটতি/আত্মসাৎকৃত ঔষধের টাকা/মূল্য আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ- ৬।

শিরোনাম ঃ চট্টগ্রাম থেকে দৌলতপুর ডিপোতে তেল পরিবহনকালে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি হওয়ায় ক্ষতি ২০,২৯,৩৬৮/- টাকা।

বিবরণ ঃ

মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ, দৌলতপুর, খুলনা এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৮/১১/০৭ হতে ১১/১২/০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ষ্টোরেজ ডিপ ট্যাংকার রিপোর্ট, কার্গো ডিপ রিপোর্ট, ইনভেন্ট্রি এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, তেল পরিবহনকারীদেরকে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতি অনুমোদন করায় সংস্থার ২০,২৯,৩৬৮/-টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ''ঘ'' তে দেখানো হলো)।

- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর ৪-৯-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপনের প্যারা-৭ এর 'ক' অনুযায়ী কেরোসিন ও ডিজেলের জন্য অনুমোদিত পরিবহন ঘাটতির হার ০.২০%। কিন্তু চট্টগ্রাম থেকে দৌলতপুর ডিপোতে তেল পরিবহনকালে উক্ত সীমার অনেক বেশী ঘাটতি হয়েছে। বিপণন কোম্পানী কর্তৃক উক্ত সীমাতিরিক্ত ঘাটতির জন্য পরিবহনকারীর নিকট হতে কোন ক্ষতি পূরণ আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বেসরকারি ট্যাংকার মালিকদের সাথে বিপিসি'র চুক্তি মোতাবেক ভাড়া পরিশোধকালে সীমাতিরিক্ত পরিবহন ঘাটতির টাকা আদায় করতঃ ভাড়ার বিল পরিশোধ করা হয়। কর্তন প্রক্রিয়া প্রধান কার্যালয় হতে সম্পন্ন করা হয় বিধায় প্রমাণক হিসেবে কাগজপত্র সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কর্তন প্রক্রিয়া প্রধান কার্যালয় হতে সম্পন্ন করার কারণে প্রমাণক কাগজপত্র তাৎক্ষনিকভাবে নিরীক্ষা দলকে সরবরাহ করা সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে এমনকি অদ্যাবধি কর্তনের প্রমাণক সম্বলিত কোন জবাব দাখিল/প্রেরণ করা হয়নি। তাই ক্ষতির অর্থ আদায়/কর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
- উক্ত ক্ষতির বিষয়ে ২৬-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব বরাবরে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৫-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- সকল ট্যাংকারের ভাড়ার বিল থেকে পরিবহন ঘাটতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৭।

শিরোনাম ঃ গ্যাস বিক্রয়ের খাতওয়ারী বিভাজন সঠিকভাবে না করায় বিক্রয়মূল্যের জিওবি এর মার্জিন বাবদ দু'বছরে ৯৯,০৪,৩১,৫৫৩ টাকা সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোঃ লিঃ, ঢাকা বিভিন্ন গ্যাস ফিল্ড থেকে বিভিন্ন গ্রাহক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রেইটে গ্যাস ক্রয় করে থাকে। পেট্রোবাংলা ও International Oil Company (IOC) কে গ্যাসের মূল্য পরিশোধকালে গ্যাস ব্যবহারের খাত অনুযায়ী সরকারকেও নির্ধারিত হারে জিওবি মার্জিন (ভ্যাট+সম্পূরক শুল্ক) পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু গ্যাস বিক্রয়ের খাতওয়ারী বিভাজন সঠিকভাবে হিসাবে প্রদর্শন না করার ফলে জিওবি এর মার্জিন বাবদ সরকারকে কম অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে। এভাবে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ৫০,১৬,৬১,২২৯.৩০ টাকা এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৪৮,৮৭,৭০,৩২৩.৯২ টাকা অর্থাৎ আলোচ্য দু' বছরে মোট ৯৯,০৪,৩১,৫৫৩.২২ টাকা জিওবি মার্জিন বাবদ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "ঙ" এ দেখানো হলো)।

- পরিশিষ্টে উপস্থাপিত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় গ্যাস ক্রয়ের মোট পরিমাণ ঠিক থাকলেও বিদ্যুৎ ও সার খাতে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ প্রকৃত ক্রয়ের চেয়ে হিসাবে বেশী প্রদর্শন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ফিড গ্যাস, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও মিটার যুক্ত আবাসিক খাতে প্রকৃত ক্রয়ের চেয়ে হিসাবে কম প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বিদ্যুৎ ও সার খাতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্যের উপর পরিশোধেয় জিওবি মার্জিনের হার কম এবং শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ফিড গ্যাস, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও মিটারযুক্ত আবাসিক খাতে ক্রয়কৃত গ্যাসের মূল্যের উপর পরিশোধেয় জিওবি মার্জিনের হার বেশী।
- তাই বিদ্যুৎ ও সার খাতে গ্যাস ক্রয় বেশী দেখানোর ফলে এবং শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি ফিড গ্যাস, আবাসিক, বাণিজ্যিক ও মিটারযুক্ত আবাসিক খাতে গ্যাস ক্রয় কম দেখানোর ফলে জিওবি মার্জিন খাতে সরকার রাজস্ব কম পেয়েছে অর্থাৎ সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বাল্ক গ্রাহক আংগীনায় স্থাপিত মিটার দ্বারা হিসাবকৃত গ্যাস প্রবাহ এবং উহার বিপরীতে গ্যাস ফিল্ড হতে প্রাপ্ত প্রবাহ হারের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জিটিসিএল কর্তৃক আশুগঞ্জ মেনিফোল্ড স্টেশনের মাধ্যমে তিতাস গ্যাস কোম্পানীর সিস্টেমে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণের বিপরীতে গ্যাস ফিল্ড থেকে জিটিসিএল সিস্টেমে সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ, অধিকাংশ মাসেই বেশী লক্ষ্য করা যায় । এই পার্থক্য মোট পরিমাণের ২% এর মধ্যে থাকায় সরবরাহকৃত গ্যাসের পরিমাণ কোম্পানীর সিস্টেমে ইনপুট হিসেবে গ্রহণ করতে হয়। তাই বাল্ক গ্রাহকদের বিপরীতে কোন সিস্টেম লস না থাকলেও পরিমাণ জনিত তারতম্যের কারণে ক্রয়কৃত ও বিক্রয়কৃত গ্যাসের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে পূর্ব থেকেই কোম্পানীর মোট সিস্টেম লসকে সকল শ্রেণীর গ্রাহকের বিপরীতে গ্যাস বিক্রয় অনুপাতে বিভাজন করে তার বিপরীতে সিস্টেম লস নিরূপণ এবং তা খাতওয়ারী গ্যাস বিক্রয়ের সাথে যোগ করে গ্যাস ক্রয়ের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। কোম্পানীর এই নিয়ম কারিগরী যৌক্তিকতার আলোকে বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ। তাই নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যে GOB হিসাব দেখানো হয়েছে কারিগরী দিক থেকে তথা বাস্তবতার নিরিখে যুক্তিযুক্ত নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব আপত্তির সাথে সংগতিপূর্ণ না হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিভিন্ন খাতে পরিশোধেয় জিওবি মার্জিন ভিন্ন ভিন্ন। তাই ক্রয়কৃত গ্যাসের পরিমান খাতভিত্তিক সঠিকভাবে প্রদর্শন না করার ফলে সরকার প্রকৃত জিওবি মার্জিন থেকে বঞ্চিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ব্যাপারে সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে ১২-৮-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র দেয়া হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশঃ

- খাতওয়ারী গ্যাস ক্রয়ের প্রকৃত পরিমাণ, নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে হিসাব করে তার ভিত্তিতে জিওবি মার্জিন পরিশোধ করা আবশ্যক।
- আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-৮।
শিরোনামঃ গ্যাস বিতরণে "সিস্টেম লস" এর নামে দু' বছরে ৬৪০,৩৩,০১,০৩১ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিষ্ট্রিবিউশন কোং লিঃ এর ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের গ্যাস ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত হিসাব ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন কৌশলে ও নানা কারচুপির মাধ্যমে গ্যাসের বিপুল পরিমাণ অপচয় এবং অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে "সিস্টেম লস" এর নামে বছরে প্রায় ৭০ (সত্তর) কোটি ঘন মিটার গ্যাসের মূল্য থেকে কোম্পানী তথা সরকার বঞ্চিত হয়েছে। ফলে উক্ত দু' বছরে ৬৪০,৩৩,০০,০০০ (ছয়শত চল্লিশ কোটি তেত্রিশ লাখ) টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (বিস্তারিত পরিশিষ্ট "চ" এ দেখানো হলো)।
- বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায়, বাল্ক (বিদ্যুৎ ও সার) খাতে গ্যাস বিতরণে কোন ঘাটতি না হলেও নন বাল্ক (শিল্প, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সিএনজি, আবাসিক ও বাণিজ্য) খাতে ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে ১৭.০৯% এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ১৪.৮৫% ঘাটতি হয়েছে। যদিও তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাদের বাৎসরিক হিসাবে বাল্ক ও নন বাল্ক খাতকে একত্র করে উক্ত ঘাটতি ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে যথক্রমে ৭.০৬% ও ৬.৪৭% দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে "সিস্টেম লস" এর গ্রহণযোগ্য সীমা ২% ($\pm$) । বাস্তবে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় মনিটরিং এর অভাবে এবং কতিপয় কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের যোগসাজশে এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে যার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কারণসূহ দায়ী ঃ-
- গ্রাহক কর্তৃক অনুমোদিত স্থাপনা, লোড, চাপ ও চুলার চাইতে অতিরিক্ত স্থাপনা, লোড, চাপ ও চুলা ব্যবহার করা।
- অবৈধ গ্যাস সংযোগ নেয়া, নিম্মানের মিটার ব্যবহারের কারণে মিটার টেম্পারিং এর সুযোগ পাওয়া, মিটার বিকল থাকার অজুহাতে ন্যূনতম হারে গ্যাস বিল তৈরী করা ও গ্রাহককে পরিশোধ করার সুযোগ দেয়া।
- মিটার কার্ড এর রিডিং ও বিলের রিডিং এর পার্থক্য থাকা এবং জোন/ আঞ্চলিক বিক্রয় কার্যালয় থেকে প্রেরিত গ্রাহকের লোড/ চাপ হ্রাস/ বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্য অনুযায়ী কম্পিউটার বিভাগ কর্তৃক যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।
- কম্পিউটার বিভাগ কর্তৃক গ্রাহকের বিল তৈরীর সময় গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত প্রকৃত লোড, চাপ ও ধাচ বিবেচনা না করে কম্পিউটারে রক্ষিত তথ্যাবলী বিবেচনা করা।
- কোন কোন ক্ষেত্রে অসৎ কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরও ইচ্ছাকৃতভাবে রাইজার কিল (kill) না করার কারণে গ্রাহক কর্তৃক বাইপাস লাইন নিয়ে গ্যাস ব্যবহার অব্যাহত রাখা। (উপরোক্ত কারণ সম্বলিত কিছু কেইস নমুনা হিসাবে পরিশিষ্ট "চ-১" তে দেখানো হলো)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বাল্ক গ্রাহকের বিপরীতে ইনপুট ও আউটপুটের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকলেও বাল্ক গ্রাহকের বিপরীতে গ্যাস ফিল্ড থেকে প্রাপ্ত গ্যাস ও গ্রাহক কর্তৃক ব্যবহৃত গ্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় বিধায় বাল্ক খাত ও নন বাল্ক খাত একত্র করে গড়ে 'সিস্টেম লস' নিরূপণ করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ গ্যাস ফিল্ড থেকে গ্যাস গ্রহণ এবং গ্রাহক কর্তৃক গ্যাস ব্যবহার এই দুই এর মধ্যে সর্বোচ্চ ২% ($\pm$) ঘাটতি/সিস্টেম লস হিসেবে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষের অদক্ষতা/ অব্যবস্থাপনার সুযোগে কিছু অসাধু কর্মকর্তা/ কর্মচারী কর্তৃক নানা কৌশল/ কারচুপির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ক্ষতির বিষয়টি 'সিস্টেম লস' নামে অভিহিত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে সর্বশেষ ২৯/০১/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। অডিটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তাঁদের পূর্বের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে উক্ত আধা-সরকারি পত্রের জবাব প্রদান করায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে জানিয়ে এই অফিস কর্তৃক প্রতিউত্তর প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পরিশিষ্ট "চ-১" এ নমুনা হিসেবে উল্লেখ করা কেইসসমূহের ভিত্তিতে 'সিস্টেম লস' এর নামে সংঘটিত ক্ষতির বিষয়টি সার্বিকভাবে তদন্ত করে এর সাথে জড়িত কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের অনিয়মরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

এ কে এম জসীম উদ্দিন
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।